প্রথম আলো

তারিখ ০৪ JUN 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

বগুড়ার হারম্যান মেইনার কলেজ

পাঠদানের অনুমতি বাতিল

বগুড়া প্রতিনিধি ●

তিন শিক্ষককে পুনর্বহালের আদেশ অমান্য করায় বগুড়ার এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজের পাঠদানের অনুমতি বাতিল করেছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড। গত শনিবার শিক্ষা বোর্ডের এ-সংক্রান্ত চিঠি প্রতিষ্ঠানে এসে পৌঁছায়। চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি বোর্ডে সেরা-১০-এর তালিকায় ছিল।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক আনারুল হক প্রামাণিক গতকাল রোববার *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তদন্ত ছাড়াও একাধিক তদন্তে বগুড়ার হারম্যান মেইনার কলেজের কর্তৃপক্ষের জামায়াত-জঙ্গি সম্পৃক্ততা, নাশকতা এবং রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। এসব তৎপরতার প্রতিবাদ করায় তিনজন শিক্ষককে অবৈধভাবে বরখাস্ত করা হয়। ওই তিনজন শিক্ষককে পুনর্বহালের জন্য সব তদন্ত কমিটি-ই সুপারিশ করে। তদন্ত কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে গত বছরের ৬ মে থেকে কয়েক দফা চিঠি দেওয়া হয় কলেজটিকে। সর্বশেষ বোর্ডের চেয়ারম্যান ২৬ মে তাঁর কার্যালয়ে উভয় পক্ষকে ডেকে বিষয়টি সুরাহার অনুরোধ করেন। কিন্তু ওই বৈঠকে কলেজ কর্তৃপক্ষ তিন শিক্ষকের বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার ও তাঁদের পুনর্বহালের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এমন অবস্থায় অনেকটা বাধ্য হয়েই বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটির সব পর্যায়ের পাঠদান কার্যক্রম বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড যে তিন শিক্ষককে পুনর্বহালের আদেশ দিয়েছিল তাঁরা হলেন জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদের বগুড়া শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক অমরেশ মুখার্জী, পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ জেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও গণজাগরণ মঞ্চের কর্মী মাসউদ করিম এবং পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের জেলা শাখার সদস্য গোলাম মর্তুজা।

হারম্যান মেইনর কলেজে জামায়াত-জঙ্গি তৎপরতার অভিযোগে বগুড়ার সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি সার্কেল) নাজির আহমেদ খানের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটি ২০১৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পুলিশ সুপারের কাছে প্রতিবেদন দেয়। এতে উল্লেখ করা হয়, প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক জহুরুল ইসলাম ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমিনুল ইসলাম জামায়াতপন্থী এবং জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে সখ্য থাকায় সেখানে ওই রাজনৈতিক মতাদর্শের লোকজনের অবাধ যাতায়াত রয়েছে।

একই অভিযোগ তদন্তে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) সুফিয়া নাজিমকে প্রধান করে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরেকটি তদন্ত কমিটি করা হয়। একই বছরের ৬ আগস্টে দাখিল করা তদন্ত প্রতিবেদনে বরখাস্ত করা তিনজন শিক্ষককে পুনর্বহালের সুপারিশ করা হয়।

এদিকে বরখাস্ত হওয়া তিন শিক্ষক তাঁদের চাকরিচ্যুতির প্রতিকার চেয়ে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন করেন। বোর্ড চেয়ারম্যান অভিযোগ তদন্তে কলেজ পরিদর্শক আনারুল হক প্রামাণিককে প্রধান করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেন। ওই কমিটি ২০১৪ সালের ২৯ এপ্রিল চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করে।

তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আবদুর রউফ ২০১৪ সালের ৬ মে বরখাস্ত করা তিন শিক্ষককে পুনর্বহালের জন্য এসওএস কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। নির্দেশ না মানায় ১৪ জুলাই বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক অন্য একটি চিঠিতে সাত দিনের মধ্যে তিন শিক্ষককে তাঁদের পদে বহাল করতে বলেন। এই চিঠিটিও উপেক্ষা করায় বোর্ডের চেয়ারম্যান গত ২৫ আগস্ট প্রতিষ্ঠানটির অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি স্থগিত করে দেন। সর্বশেষ ২ জুনে অপর চিঠিতে পাঠদান কার্যক্রম বাতিলের কথা জানানো হয়।